ব্রি ধান১১৮

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান১১৮ হাওর অঞ্চলের উপযোগী প্রজনন পর্যায়ে ঠান্ডা সহনশীল বোরো ধানের একটি জাত। জাতটির কৌলিক সারির নাম BR11894-R-R-R-R-169। উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক ২০১৪ সালে ব্রি ধান২৮ এর সাথে ভুটান নামক ভুটানি ঠান্ডা সহিষ্ণু ধানের সংকরায়ণের পর সিঙ্গেল সিড ডিসেন্ট ভিত্তিক র‍্যাপিড জেনারেশন এডভান্সমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে Forward Breeding প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। ব্রি গাজীপুর এবং ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় হবিগঞ্জ সহ কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওরের ৩টি স্থানে কৃষকের মাঠে নির্বাচিত কৌলিক সারিটি পর পর ২ (দুই) বৎসর ফলন পরীক্ষার পর বোরো ২০২২-২৩ মওসুমে ব্রি গাজীপুর খামার এবং কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওরের ১০ টি স্থানে কৃষকের মাঠে আঞ্চলিক উপযোগিতা পরীক্ষা করা হয়। বোরো ২০২৩-২৪ মওসুমে কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা এবং সুনামগঞ্জের হাওরের ৯টি স্থান এবং কন্ট্রোল সাইট হিসেবে ব্রি গাজীপুরে অভিযোজন দক্ষতা যাচাইয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। অতঃপর বোরো ২০২৪-২৫ মওসুমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক স্থাপিত প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় (পিভিটি) সন্তোষজনক হওয়ায় ৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১৫ তম সভায় এ কৌলিক সারিটি ব্রি ধান১১৮ নামে বোরো মওসুমে হাওড় অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- ডিগ পাতা আধা-খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং ধান পাকলেও পাতা সবুজ থাকে।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০ সে.মি.
- গাছের কান্ড শক্ত এবং মজবুত বিধায় হেলে পরেনা।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২.৭গ্রাম।
- চালের আকার আকৃতি মাঝারি মোটা এবং রং সাদা ।
- চালে অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৮.৩%
- চালে প্রোটিনের পরিমান ৯.১%।
- ভাত ঝরঝরে।

ব্রি ধান১১৮

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

এ জাতটি প্রজনন পর্যায়ে ঠান্ডা সহনশীল এবং হাওর অঞ্চলের উপযোগী। হাওরে আকস্মিক বন্যায় আধাপাকা থেকে পাকা ধান ডুবে নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি এড়ানোর জন্য এ জাতটি আগাম বপন (২৫ অক্টোবর-১ নভেম্বর) করলে প্রজনন পর্যায়ে গড় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে থাকার পরও প্রায় ৬.০ টন/হে ফলন দিতে সক্ষম এবং স্বাভাবিক সময়ে (১৫-২০ নভেম্বর) বপনে ১৪৫ দিনে ৬.৯ টন/হে পর্যন্ত ফলন দিয়েছে। এ জাতের চাল আকার আকৃতি মাঝারি মোটা। এর গাছ শক্ত এবং মজবুত বিধায় সহজে হেলে পড়েনা। ধান পাকলেও ডিগ পাতা সবুজ থাকে। প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় দশটি অঞ্চলে জাতটি ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে প্রায় ২২.৮৩% বেশি ফলন দিয়েছে।

জীবনকাল: জাতটির জীবনকাল ১৪৫-১৪৮ দিন, তবে ঠান্ডা পড়লে স্থানভেদে ১৫০-১৫৭ দিন হতে পারে।

ফলন: ব্রি ধান১১৮ এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৬.৭৭ টন। উপযুক্ত পরিবেশে সঠিক ব্যবস্থাপনা করলে এ জাতটি হেক্টরে ৮.৫ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

চাষাবাদ পদ্ধতি

কৌলিক সারিটি বোরো মওসুমে দেশের প্রায় সব জেলায় চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো জাতের মতোই। হাওর অঞ্চলে এক ফসলী জমি প্রতি বছর কম-বেশি প্লাবিত হয় এবং পলি জমে উর্বর হয় বিধায় অন্যান্য অঞ্চল থেকে ইউরিয়া সার অনেক কম লাগে।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** ২০-৩০ কার্তিক পর্যন্ত অর্থাৎ ৫-১৫ নভেম্বর।

২ **চারার বয়স:** ৩০-৩৫ দিন।

৩. **রোপণ দুরত্ব:** ২০ সে.মি × ২০ সে.মি ব্যবধানে রোপন করতে হবে।

৪. **চারার সংখ্যা:** গোছা প্রতি ২-৩টি কওে।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):** মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত। সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী ধানের জাতের মতোই।

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক
২৭	১৪	২০	১৫	১.৫

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট সার প্রয়োগ করা। ইউরিয়া সারের ১/৩ অংশ ১ম কিস্তিতে চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর, ১/৩ অংশ ২য় কিস্তিতে রোপনের ২৫-৩০ দিন পর এবং ১/৩ অংশ ৩য় কিস্তিতে রোপনের ৪৫-৫০ দিন পর অর্থাৎ কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৬. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন:** ব্রি ধান১১৮ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে অন্যান্য রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করা উচিত।

৭. **আগাছা দমন:** রোপনের পর ৪০-৫০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা:** রোপণের পর থেকে দুধ আসা পর্যায় পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকা প্রয়োজন।

০৯. **ফসল কাটা:** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ২২ চৈত্র-২ বৈশাখ অর্থাৎ ৫-১৫ এপ্রিল। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পরিপক্ক এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ ধান অর্ধ-স্বচ্ছ এবং অর্ধ পরিপক্ক হলে ধান কেটে ফেলা উচিত।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd